সাহাপিডিয়া-ইউনেসকো ফেলোশিপ ২০১৯ (2019)

Annexure I

ফেলোশিপ সম্পর্কিত বক্তব্য সাহাপিডিয়ার পক্ষ থেকে একটি সানন্দ ঘোষনা-

ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য উৎসাহী ছাত্রছাত্রী ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের একটি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এই নিয়ে তৃতীয়বার।

অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষার জন্য ইউনেসকোর ২০০৩ এর সম্মেলন(যা এরপর ইউনেসকো ২০০৩ সম্মেলন নামে উল্লিখিত) 'অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈচিত্র ও দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা'এইভাবেই বিষয়টিকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা আমাদের উদ্দেশ্য।দ্য সাহাপিডিয়া-ইউনেসকো ফেলোশিপ এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার একটি প্রয়াস। এইভাবে ক্রমশ আরো বিস্তীর্ণ সমাজ, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিমানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।দ্য সাহাপিডিয়া-ইউনেসকো ফেলোশিপ এই ২০১৯ ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রক দ্বারা অনুমোদিত।

এই উদ্যোগের ফলে, সাংস্কৃতিক জগতের বৈচিত্রময় ক্ষেত্রে তথ্যনথিবদ্ধ ও জটিল গবেষণার কাজ চালাতে 'ফেলোগণ' উৎসাহিত বোধ করবেন।

পারস্পরিক যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের মাধ্যমে তাঁরা সমৃদ্ধ হবেন। তাঁদের নিজস্ব সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে উন্নততর অবদান রাখতে পারবেন। ফেলোদের দ্বারা সম্পাদিত এই গবেষণা এবং তথ্যনির্মাণ সাহাপিডিয়া ওয়েবপোর্টালে প্রকাশিত হবে।

ভাষা – এই বছরে নিম্ন লিখিত ভাষাগুলিতে ফেলোশিপ পাওয়া যাবে। ইংরেজি, হিন্দি, বাঙলা, তামিল ও মালয়ালাম।

যোগ্যতা – স্নাতকোত্তর

আবেদনের পদ্ধতি

আবেদনের প্রথম স্তরে যা প্রয়োজন

১) শিক্ষাগত তথ্য ও অভিজ্ঞতার বিবরনী

২) অনধিক ২৫০ শব্দের সারসংক্ষেপসহ ১০০০শব্দের একটি পরিকল্পনার রেখাচিত্র। কাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়সমেত তার পরিসর জানাতে হবে। প্রস্তাবিত বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজের পরিসর, গবেষণার পদ্ধতি স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। কোন সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে কাজটি হচ্ছে এবং সমসাময়িক সাহিত্য/কাজের সঙ্গে কতখানি পরিচয় আছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাহাপিডিয়ার কর্মধারার সঙ্গে প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটির সাজুয্য থাকা প্রয়োজন।

৩) গবেষণার জন্য পূর্বলিখিত একটি প্রবন্ধের নমুনা (অন্তত ১৫০০ শব্দের) পাঠাতে হবে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে চিত্র নির্মাণ/ভিডিওগ্র্যাফি অথবা দুটিতেই প্রার্থীদের দক্ষতা নির্ধারণের জন্য একটি ৫ থেকে ১০ মিনিটের ভিডিওক্লিপের URL লিঙ্ক পাঠাতে হবে।

৪)প্রস্তাবিত বিষয়টি নিয়ে কাজ করার জন্য গ্রন্থপঞ্জী /বর্তমান সাহিত্য বা কাজের তালিকা। (অনধিক ১৫টি)

সময়সীমা

১লা সেপ্টেম্বার ২০১৯ থেকে ১৫ই মার্চ ২০২০র মধ্যে ফেলোশিপ শেষ করতে হবে। অন্যথায় তা বাতিল হয়ে যাবে। বিষয়টি Annexure 3 তে উল্লিখিত আছে।

শ্রেণিবিভাগ

ফেলোশিপ গবেষণাভিত্তিক, তথ্যনির্মাণবিষয়ক অথবা এই দুটির সম্মিলনেও হতে পারে। বিষয়নির্বাচনের ভিত্তিতে আবেদনকারীরা তাঁদের কর্মধারা নিরূপন করবেন। Annexure 4 দ্রষ্টব্য।

বিষয়বস্তু

প্রতিটি ফেলোশিপে তিনটি ঐচ্ছিক বিষয় রাখতে হবে। আবেদনপত্র পাঠানোর সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে তিনটি বেছে নেওয়া যেতে পারে।

বিষয় -১(যে কোনো একটি বেছে নিন)

১)সচিত্র পর্যবেক্ষণ/রচনা (৫থেকে ১০টি ছবিসহ ৩০০০শব্দের মধ্যে লিখিত)

২) ১৫-২০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র (ইংরেজি সাবটাইটল ও ৫০০ শব্দের মধ্যে লিখিত একটি সারসংক্ষেপসহ)

বিষয় -২(যে কোনো ২টি বেছে নিন)

১) সাম্প্রতিক বিষয়নির্ভর রচনা(৩ থেকে ৫টি ছবিসহ ১৫০০শব্দের মধ্যে)

২) আলোকচিত্রপঞ্জী(সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ ৩০-৫০টি ছবি) অথবা আলোকচিত্রসম্বলিত রচনা (সংক্ষিপ্তবর্ণনাসহ ২০টি ছবি ও চিত্রনির্ভর বর্ণনার উপযোগিতা সম্পর্কে লেখা ৫০০-৮০০ শব্দের মধ্যে একটি রচনা)

৩) কোনো বিশেষজ্ঞ/ বিদ্যোৎসাহী/ বিশিষ্টকর্মীর সঙ্গে লিখিত সাক্ষাৎকার (১৫০০ শব্দের মধ্যে অন্তত ১০টি প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

এছাড়া আঞ্চলিক ভাষায় কাজ করতে ইচ্ছুক নির্বাচিত আবেদনকারীদের কাজের বিষয় ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে হবে।

১) অনুবাদসহ রচনা

২) তথ্যচিত্রের পান্ডুলিপি ও সাবটাইটলের অনুবাদ

৩) সাক্ষাৎকারের অনুবাদ

নির্বাচিত আবেদনকারীদের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের পরিমান Rs.44,445 (৪৪,৪৪৫/-) (১৯৬১ খিস্টাব্দে প্রচলিত আয়কর আইন অনুসারে আয়কর বাদ দিয়ে এর পরিমান হবে Rs.40,000 (৪০,০০০/-)নিয়মানুযায়ী কাজ শেষ করার ভিত্তিতে এই অর্থ তিন দফায় দেওয়া হবে। স্বাক্ষরিত চুক্তির উপর নির্ভর করে প্রযোজক এই অর্থ প্রদান করবেন।

যাঁরা আঞ্চলিক ভাষায় কাজ করবেন তাঁরা অনুবাদের জন্য Rs.10,000 (১০,০০০/-) টাকা পর্যন্ত বাড়তি পারিশ্রমিক পাবেন। (অনুবাদ কর্মের চালান দাখিল করার পরে)